আজকের কাগজ

তাং ... ১৩.৯.৯১ ... পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ঢা.বি. শিক্ষক সমিতির সভায় মতবিরোধের পর ওয়াক আউট

কাগজ প্রতিবেদকঃ গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় পূর্ববর্তন সভার সিদ্ধান্তগুলো অনুসমর্থনের প্রশ্নে মতদ্বৈততা দেখা দেয়ায় অধিকাংশ শিক্ষক সভাস্থল ত্যাগ করেন। পরে সভা ত্যাগকারী শিক্ষকরা কলাভবন শিক্ষক লাউঞ্জে এক আলোচনায় মিলিত হন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে।

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষক সমিতির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। সে সভায় ৫২ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। ঐ ৫২ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত বলে উপাচার্যের বক্তব্য পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকালের সভায় গত ১২ জুনের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুসমর্থনের প্রসঙ্গ উঠলে একদল শিক্ষক এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে, ঐ সভার সিদ্ধান্তগুলো গোলমালের ভেতরে নেয়া হয়েছে, এসবের কোনো মূল্য নেই। তাই এটা বাতিল করা হোক। অন্যদিকে বেশ কিছু শিক্ষক এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর প্রায় ২৫/৩০ জন শিক্ষক ঐ ঘটনার প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করেন। পরে তারা কলাভবন শিক্ষক লাউঞ্জে এ নিয়ে এক আলোচনায় মিলিত হয়ে ঐ ঘটনার নিন্দা জানান। সভাস্থল ত্যাগকারী একজন শিক্ষকনেতা এই প্রতিবেদককে জানান, 'কতিপয় মৌলবাদী শিক্ষক ঐ ঘটনার জন্যে দায়ী।'

তবে অপর একজন শিক্ষক নেতা বলেছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই বেশ কিছু শিক্ষক ওয়াক আউট করেছেন। তিনি ওয়াক আউটের কারণ হিসেবে আগেকার সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাস করার জন্যে পদ্ধতিগত ত্রুটিই মূলতঃ দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন।

গতকালের সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো আই.আর.ই'তে রিটায়ার করার পরও ডঃ হালিমা খাতুন পরিচালক হিসেবে কেন আছেন। দ্বিতীয় বিষয় ছিলো শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা নিয়ে। কিন্তু ঐ সভা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে।

এদিকে উভয় পক্ষের শিক্ষকরাই শিক্ষক সমিতি ভেঙে যেতে পারে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। সভাস্থলত্যাগী শিক্ষকরা আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।